ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

১৭ এপ্রিল ২০১৯

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

অধিকার মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে ২০১৩ সাল থেকে বর্তমান সরকারের চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* ২০১৯ সালের প্রথম তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ ..... ৪
সারসংক্ষেপ ৫
মূল প্রতিবেদন ৮
ক. রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি ৮
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ৮
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব ৯
গুম ১২
কারাগারের পরিস্থিতি ১৩
খ. রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা ১৪
ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ১৬
ডাকসু নির্বাচন ১৭
গ.গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ১৯
ঘ. মৃত্যুদণ্ড ১৯
ঙ. রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ২০
নির্বাচন কমিশন ২০
স্থানীয় সরকার নির্বাচন ২০১৯ এর পরিস্থিতি ২০
দুর্নীতি দমন কমিশন ২৫
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২৬
চ. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিবর্তনমূলক আইন ২৭
ছ. নারীর প্রতি সহিংসতা ৩১
ধর্ষণ ৩১
এসিড সহিংসতা ৩২
যৌন হয়রানি ৩৩
যৌতুক সহিংসতা ৩৩
জ. শ্রমিকদের অধিকার ৩৩
তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা ৩৪
অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ইনফরমাল সেক্টর) ৩৬
জাহাজ ভাঙা শ্রমিক ৩৬
অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থা ৩৭
ঝ. ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩৭
ঞ. প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার ৩৯
বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন ৩৯
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা ৪০
ট. মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৪১
সুপারিশ ৪২

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

১-৩১ মার্চ ২০১৯*						
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার/বন্দুকযুদ্ধ		২৬	২৮	৩২	৮৬
	পিটিয়ে হত্যা		১	০	০	১
	গুলিতে নিহত		০	৪	০	৪
	মোট		২৭	৩২	৩২	৯১
গুম			৩	২	২	৭
কারাগারে মৃত্যু			৪	৩	৭	১৪
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		৫	১	১	৭
	বাংলাদেশী আহত		০	১	১	২
	বাংলাদেশী অপহৃত		০	১	০	১
	মোট		৫	৩	২	১০
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		৪	৮	২	১৪
	হুমকির সম্মুখীন		১	১	০	২
	মোট		৫	৯	২	১৬
রাজনৈতিক সহিংসতা**	নিহত		৬	৬	২২	৩৪
	আহত		৩৩৯	১৯৯	৫৮৪	১১২২
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			৫	৫	৯	১৯
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)		৬২	৩৭	৩৯	১৩৮
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী		৩০	১২	২৩	৬৫
	বয়স জানা যায়নি		০	০	১	১
	মোট		৯২	৪৯	৬৩	২০৪
যৌন হয়রানীর শিকার			৪	৮	৬	১৮
এসিড সহিংসতা			৩	২	৩	৮
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৩	৯	৩	১৫
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	১	০	০	১
		আহত	১৭৫	০	৫৩	২২৮
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক (ইনফরমাল সেক্টর)	নিহত	২	৪	৬	১২
		আহত	০	৫	১৯	২৪
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার			৮	৩	৩	১৪

** পরবর্তীতে তথ্য পাওয়ার পর কিছু পরিসংখ্যান আপডেট করা হয়েছে।*

** উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মার্চ মাসে নির্বাচনী সহিংসতায় অন্ততপক্ষে ১৫ জন নিহত ও ৪৪৮ জন আহত হয়েছেন যা রাজনৈতিক সহিংসতা ছকে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

১. এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০১৯ সালের প্রথম তিন মাসের (জানুয়ারি-মার্চ) মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে গণতন্ত্র ও বাক স্বাধীনতা হরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার মত বিষয়গুলো।

২. আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আছে, তাই ২০১৯ সালের মানবাধিকার লঙ্ঘন গত দশ বছরের মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি ধারাবাহিক রূপ। ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে ক্ষমতায় আসে। ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান বিরোধীদল বিএনপি, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আপত্তি উপেক্ষা করে এবং গণভোট ছাড়াই একতরফাভাবে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সর্বসম্মত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের প্রতিবাদে বিএনপিসহ প্রায় সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল (আওয়ামী লীগের জোটভুক্ত রাজনৈতিক দল ব্যতীত) ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করলে ভোটারবিহীন ও প্রহসনমূলকনির্বাচনের[১] মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসে। গত ১০ বছরে সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে। ফলে নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করার সুযোগ পায়। এরমধ্যে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সরকার নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে যা ছিল নজিরবিহীন[২]। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে। একাদশতম জাতীয় নির্বাচনের পর ১০ মার্চ থেকে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে পাঁচ ধাপে উপজেলা নির্বাচন শুরু হয়। একাদশতম জাতীয় নির্বাচন প্রহসনমূলক হওয়ায় এবং এর কোন প্রতিকার না পাওয়ায় প্রধান বিরোধীদল বিএনপি এবং বাম রাজনৈতিক দলগুলো উপজেলা নির্বাচন ২০১৯ বয়কট করে এবং ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও তার শরীক রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী দিয়ে অংশ নেয়। অধিকাংশ উপজেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা না থাকায় আওয়ামী লীগ

[১] আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন)।

[২] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/5749-2019-01-15-07-24-53

প্রার্থীরাই নির্বাচিত হন। ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির কারণে ভোট দিতে না পারায় ভোটাররা উপজেলা নির্বাচনে ভোট দিতে আর আগ্রহ দেখাননি। ফলে অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রই দেখা গেছে ভোটার শূন্য।[৩] একই রকম পরিস্থিতি দেখা যায় ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও।

৩. জনগণের ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আসার কারণে সরকারের দায়মুক্তির সংস্কৃতি আরও প্রবল হয়েছে। গত তিনমাসে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগজনক। এই সময়ে নাগরিকরা গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছেন।

৪. বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিদ্যমান রাখা ছাড়াও বিতর্কিত এবং নিপীড়ণমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন সভায় মন্তব্য করা, এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখা বা কোন পোস্টে 'লাইক/শেয়ার' দেয়ার কারণে ভিন্নমতের অনুসারী, বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' ও মানহানির মামলা দিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনা ঘটেছে। 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮' সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়েছে। সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা এই সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন এবং সরকারি উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

৫. সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের পাশাপশি সভা-সমাবেশের অধিকারও হরন করেছে। ২০১৯ সালের শুরু থেকেই বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে সংকুচিত করা অব্যাহত থাকে। বিএনপি ছাড়াও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের মিছিল সমাবেশে বাধা ও হামলা করা হয়েছে।

৬. ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে সারাদেশে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের নির্বাচনের সময়ে দায়ের করা গায়েবী মামলাসহ বিভিন্ন মামলায় কারাগারে পাঠানো অব্যাহত থাকে। ফলে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং অনেক বন্দি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এছাড়া চিকিৎসার অপ্রতুলতা থাকায় এবং কারাকর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে।

৭. ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের দলীয় অন্তর্কলহ ও দুর্বৃত্তায়ন গত তিন মাসে বরাবরের মতোই ছিল দৃশ্যমান। গত ১০ বছরে সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড

[৩] প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-11&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং তারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দায়মুক্তি ভোগ করছে। তারা প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য মারণাস্ত্র ব্যবহারসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলেও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাদের বিরুদ্ধে সচরাচর কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ২৮ বছর পর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সহায়তায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রহসনের মধ্যে দিয়ে ৩০ ডিসেম্বর একাদশতম জাতীয় নির্বাচনের মতই অধিকাংশ আসন তাদের দখলে নেয়।

৮. ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বেড়েছে এবং গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনাগুলোও ঘটেছে।

৯. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা অব্যাহত থেকেছে এই তিন মাসে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ও সংখ্যালঘু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে ও দোকানপাটে হামলা চালায় দুবৃর্ত্তরা। এক পর্যায়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয় প্রশাসন।

১০. গত তিনমাসে নারীর ওপর সহিংসতা অব্যাহত ছিল। অনেক নারী ও মেয়ে শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হন। এই সময়ে ধর্ষণ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সময়ে সরকারি দলের নেতাকর্মী কর্তৃক রাজনৈতিক কারণে বিরোধীদলের কর্মীর স্ত্রীর গণধর্ষণের শিকার হওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

১১. এই তিন মাসে শ্রমিকদের অধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এবং পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের ওপর আক্রমণ করে এবং পুলিশের গুলিতে ১ জন শ্রমিক নিহত হন। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন হয়রানিসহ নানা ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে এবং এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর অসহযোগিতার বিষয়ে অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১২. বাংলাদেশের ওপর ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বরাবরের মতোই অব্যাহত ছিল। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের হত্যা-নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে এই সময়ে। বিএসএফের সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হামলা চালানোর মতো ঘটনাও ঘটায়।

১৩. মিয়ানমারের বুথিডংয়ে চারটি সীমান্ত চৌকিতে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির হামলার জেরে রাখাইনে অবশিষ্ট রোহিঙ্গারা পুনরায় মিয়ানমার সেনাবাহিনীর আক্রমণের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে রোহিঙ্গারা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছেন।

১৪. ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর যে সরকারি নিপীড়ন শুরু হয় তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে *অধিকার* এর ওপর নানা ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটে। ২০১৪ সালে *অধিকার* তার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও এই রিপোর্ট প্রকাশের সময়কাল পর্যন্ত নিবন্ধন নবায়ন করা হয়নি।

মূল প্রতিবেদন

ক. রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১. দুর্বল ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার সুযোগে রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তির কারণে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে। সরকার ২০১৮ সালের ১৫ মে থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক রূপ নেয়; যা এখনও চলমান রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার কোন কোন ব্যক্তির পরিবার অভিযোগ করেন যে, মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তাঁদের বিরোধী পক্ষ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করে হত্যা করেছে।

২. গত ৫ মার্চ ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার মোহাম্মদ সেলিম (৩৮) এর স্ত্রী নাসরিন বেগম অভিযোগ করেন যে, তাঁর স্বামীকে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের বাসা থেকে কোন ওয়ারেন্ট ছাড়াই তুলে নিয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে পুলিশ প্রথমে নির্যাতন করে এবং পরে গত ১ মার্চ ধলেশ্বরী নদীর তীরে গুলি করে হত্যা করে। সংবাদ সম্মেলনে নাসরিন বেগম আরো জানান, তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে সিরাজদিখান থানায় কোন মামলা বা জিডি নাই। তাঁর শ্বশুড় আনোয়ার হোসেনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতরা মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে পুলিশকে দিয়ে তাঁর স্বামীকে হত্যা করিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।[৪]

৩. গত ১৩ মার্চ কক্সবাজার জেলার টেকনাফে মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দাবি করেছে নিহত ব্যক্তি একজন ইয়াবা ব্যবসায়ী। কিন্তু নিহতের স্ত্রী পারভিন আক্তার জানান, তাঁর স্বামী ইয়াবা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন। তিনি পেশায় একজন টমটম চালক। টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার দাস জানান, নিহত নুরুল ইসলামের নামে থানায় কোন অভিযোগ বা মামলা নেই।[৫]

[৪] নয়াদিগন্ত, ৬ মার্চ ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/393216/

[৫] প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2019-3-15

তিন শিশুকন্যাসহ টেকনাফে বিজিবির সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত টমটমচালক নুরুল ইসলামের স্ত্রী পারভিন আক্তার। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০১৯

৪. **জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৯১ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে ৫০ জন পুলিশ, ১৯ জন র‍্যাব, ১৩ জন বিজিবি, ৩ জন ডিবি পুলিশ, ৪ জন পুলিশ-বিজিবি, ১ জন কোস্টগার্ড ও ১ জন আর্মি প্যারাকমান্ডো'র হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৯১ জনের মধ্যে ৮৬ জন ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন। এই সময়ে ৪ জন ব্যক্তি গুলিতে নিহত হয়েছেন। এছাড়া ১ জনকে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।**

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

৫. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের গুলি করে হত্যা, তাঁদের ওপর নির্যাতন, নির্যাতন না করার জন্য ঘুষ আদায়, ধর্ষণ, হামলা, হয়রানি এবং চাঁদা আদায়ের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

৬. গত ৬ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর জেলার রায়হান সরকার তাঁর বন্ধু লাবিব হোসেন, নওশাদ ইসলাম, তরিবুল্লাহ ও রাকিবুল ইসলামকে নিয়ে ব্যক্তিগত গাড়িতে ঢাকায় বাণিজ্য মেলায় যাওয়ার সময় কালিয়াকৈর উপজেলার সুত্রাপুর এলাকায় গাড়িতে গ্যাস ভরার জন্য একটি ফিলিং স্টেশনে থামেন। এই সময় তরিবুল্লাহ ও রাকিবুল ইসলাম পাশের দোকানে চা পান করার জন্য যান। কিছুক্ষণ পর সেখানে পৃথক গাড়িতে হাজির হন কালিয়াকৈর থানার এএসআই আবদুল্লাহ আল মামুন এবং মির্জাপুর থানার এএসআই মুসরাফিকুর রহমান। তাঁরা সেখান থেকে রায়হান সরকার, লাবিব হোসেন ও নওশাদ ইসলামকে জোর করে ধরে মাইক্রোবাসে তুলে মির্জাপুরের দেওড়া এলাকায় নিয়ে গিয়ে ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করেন; না হলে 'ক্রসফায়ারে' হত্যা করার হুমকি

দেন। দেনদরবারের একপর্যায়ে ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাঁদের ছেড়ে দিতে রাজি হন দুই এএসআই। এদিকে তাঁদের দুই বন্ধু ঘটনাটি কালিয়াকৈর থানায় জানালে আটক তিনজনকে প্রথমে মির্জাপুর থানায় এবং পরে কালিয়াকৈর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।[৬] এই ঘটনায় রায়হান সরকার কালিয়াকৈর থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ গত ৮ ফেব্রুয়ারি দুই এএসআইকে গ্রেফতার করা হয়।[৭]

আবদুল্লাহ আল মামুন, মুসরাফিকুর রহমান। ছবিঃ প্রথম আলো, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

৭. গত ৬ ফেব্রুয়ারি এক তরুণী তাঁর পূর্ব পরিচিত এক নারীর সঙ্গে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানায় যান। ঐ নারী থানার এসআই সেকেন্দার হোসেনের কাছে তাঁর পাওনা টাকা চাইলে এসআই সেকেন্দার তাঁদেরকে থানার পাশে অবস্থিত জেলা পরিষদের ডাক বাংলোতে নিয়ে যান। পাওনা টাকা নিয়ে আলোচনা করার সময় একই থানার এএসআই মাজহারুল উপস্থিত হন। এরপর পাওনাদার নারীকে একটি কক্ষে আটকিয়ে রেখে দুই পুলিশ ঐ তরুণীকে জোরপূর্বক ইয়াবা সেবন করিয়ে ধর্ষণ করে।[৮] এই ব্যাপারে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ধর্ষণের শিকার এই তরুণী মামলা দায়ের করলে এসআই সেকেন্দার ও এএসআই মাজহারুলকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। এদিকে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রিটের প্রেক্ষিতে ভিকটিমকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রুল জারি করেন।[৯]

৮. গত ১০ ফেব্রুয়ারি ভোর ৩ টায় ঢাকার শাহবাগে শিশু পার্কের সামনে মাসুদ নামে এক ব্যাক্তির বাম পায়ের হাঁটুতে গুলি করে গুরুতর আহত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে শাহবাগ থানার পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে।

[৬] প্রথম আলো, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1578044/
[৭] প্রথম আলো, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=20&edcode=71&pagedate=2019-2-10
[৮] প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1578450/
[৯] প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=20&edcode=71&pagedate=2019-3-11

আহত মাসুদকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে সে ছিনতাইকারী। তবে মাসুদ জানান, তিনি কেরানীগঞ্জে একটি বোরকা তৈরির কারখানায় কাজ করেন। গত ৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তিনি বাংলা একাডেমির একুশে বই মেলায় আসার পরে পুলিশ তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পরে তাঁর বাম পায়ে গুলি করে।[১০]

৯. গত ১২ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার রুহিয়া উত্তরপাড়া গ্রামে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা ভারতীয় গরু সন্দেহে স্থানীয়দের গরু জব্দ করলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিজিবি সদস্যদের বাকবিতণ্ডা হয়। তখন বিজিবির সদস্যরা গ্রামবাসীদের ওপর গুলি বর্ষণ করলে সাদেক আলী (৪০), নবাব আলী (২৫) এবং জয়নুল (১২) নিহত হন এবং ১৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। উল্লেখ্য নিহত সাদেক আলী তাঁর মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য তাঁর দুটি গরু বিক্রি করতে হাটে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর গরুগুলোকে ভারতীয় গরু বলে জব্দ করে বিজিবি। অন্যদিকে বিজ্ঞানে স্নাতক নিহত নবাব আলী স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের পড়াতেন। শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু খাতাপত্র কিনতে তিনি সে সময় হাটে যাচ্ছিলেন। তিনিও বিজিবি'র ছোঁড়া গুলিতে নিহত হন। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র জয়নুলও হাটে যাচ্ছিল। সেও বিজিবি'র গুলিতে নিহত হয়।[১১] এই ঘটনায় বিজিবি হরিপুর থানায় ২৭২ জনকে আসামী করে দুইটি মামলা দায়ের করে এবং বিজিবির গুলিতে নিহত মোহাম্মদ নবাব এবং ছাদেক আলীর নামও মামলায় আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[১২]

১০. ঝালকাঠিতে র‍্যাবের গুলিতে পা হারানো লিমন হোসেনের[১৩] মায়ের দায়ের করা মামলায় ঝালকাঠির অতিরিক্ত জেলা জজ এস কে এম তোফায়েল হাসান ২০১৮ এর ১ এপ্রিল লিমনের মামলার পুনরায় তদন্ত করার জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কে নির্দেশ দেন। কিন্তু পিবিআই এই প্রতিবেদন প্রকাশকালীন সময় পর্যন্ত তদন্ত সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।[১৪] উল্লেখ্য, লিমনের ওপর গুলির ঘটনায় তাঁর মা হেনোয়ারা বেগম রাজাপুর থানায় র‍্যাব অফিসারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চাইলে প্রত্যাখ্যাত হন। পরবর্তীতে পুলিশ ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে মামলাটি রেকর্ড করে। গত ১৪ আগস্ট ২০১২ পুলিশ এই মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয় এবং দাবি করে যে, তদন্তে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গত ৩০ আগস্ট ২০১২ হেনোয়ারা বেগম পুলিশ প্রতিবেদন চ্যালেঞ্জ করে একটি আবেদন দাখিল করেন, যা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জ্যেষ্ঠ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এরপর তিনি ১৩ মার্চ

---

[১০] নিউএজ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/64475/man-shot-at-by-police-in-shahbagh

[১১] প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=5&edcode=71&pagedate=2019-2-14

[১২] যুগান্তর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/145242/

[১৩] ২০১১ সালের ২৩ মার্চ ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামের দিনমজুর তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে কাঠালিয়া পিজিএস কারিগরি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী লিমন (১৬) গরু আনতে মাঠে যান। পথে স্থানীয় শহীদ জমাদ্দারের বাড়ীর সামনে র‍্যাব-৮ এর ডিএডি মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে একটি দল তাঁকে সামনে পেয়ে শার্টের কলার ধরে পরিচয় জিজ্ঞেস করলে লিমন নিজেকে ছাত্র বলে পরিচয় দেন। কিন্তু র‍্যাব সদস্যরা পরিচয় পাওয়ার পর তাঁর বাম পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে। ২০১১ সালের ২৭ মার্চ পঙ্গু হাসপাতালে লিমনের গুলিবিদ্ধ বাম পাটি কেটে ফেলা হয়।

[১৪] নিউএজ, ২৩ মার্চ ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/68122/pbi-fails-to-complete-investigation-into-rab-shooting-at-lemon

২০১৩ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের শরণাপন্ন হন। মার্চ ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রসিকিউশন শুনানির জন্য প্রায় ৪০টি তারিখ নির্ধারণ করে।

লিমন হোসেন। ছবিঃ নিউ এজ, ২৩ মার্চ ২০১৯

গুম

১১. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশে গুমের[১৫] অভিযোগগুলো নিয়মিতভাবে আসতে থাকে। গুমের ঘটনাগুলো বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। ২০১৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মী গুমের শিকার হন। গুমের ঘটনাগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে।[১৬] ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গুমের ঘটনা ঘটে, যা এই তিন মাসেও অব্যাহত আছে। বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করা হচ্ছে।

১২. কোন কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন গুম করে রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ছাড়া পাওয়া ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ভয়ে মুখ খুলেন না। উল্লেখ্য, গত ১৫ মার্চ দিবাগত রাত দেড়টায় ১৫ মাস[১৭] গুম থাকার পর সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান বাসায় ফিরে আসেন। মারুফ জামানের মেয়ে সামিহা জামান জানান, কে

[১৫]গুমের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ কিছু লোক আচমকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে বিনা ওয়ারেন্টে মাইক্রোবাস বা গাড়ীতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

[১৬] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। (http://www.newagebd.net/article/19321/) আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন। (https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/01/17/93821/)

[১৭] ২০১৭ সালের ৪ ডিসেম্বর ছোট মেয়ে সামিহা জামানকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে আনতে যাওয়ার পর মারুফ জামান গুমের শিকার হন। তাকে তুলে নেয়ার পর মুখ টুপি দিয়ে ঢাকা তিনজন সুঠাম দেহের ব্যক্তি মারুফ জামানের বাসায় এসে তার ফোন, ল্যাপটপসহ প্রযুক্তি ব্যবহারের জিনিষপত্র নিয়ে যান। https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1381331

বা কারা তাঁকে তাঁদের ধানমন্ডির বাসার নিচে নামিয়ে দিয়ে গেছেন সেটা তিনি জানেন না।[১৮] তাঁর পরিবার এই ব্যাপারে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

১৩. গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক সাড়ে দশটায় ঢাকার কলাবাগান এলাকার বাসা থেকে সেনাবাহিনীর সাবেক কর্পোরাল মুকুল হোসেনকে গোয়েন্দা পুলিশের পরিচয়ে ৮-১০ জন অস্ত্রধারী লোক আটক করে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায় বলে তাঁর স্ত্রী জিয়াসমিন আরা অভিযোগ করেন। মুকুল হোসেনকে তুলে নেয়ার পরদিন ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর বন্ধু আশিস জিয়াসমিন আরাকে ফোন করে জানান, ডিবি পুলিশ মুকুল হোসেনকে ধরে নিয়ে গেছে। এই ঘটনায় সাধারণ ডায়েরি নিতে কলাবাগান থানা প্রথমে রাজি না হলেও পরে তা গ্রহণ করে।[১৯]

১৪. ***অধিকার এর* তথ্য মতে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে ৭ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৩ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ২ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং ২ জনকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।**

কারাগারের পরিস্থিতি

১৫. ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে গায়েবী মামলা দায়ের[২০] এবং বিভিন্ন অজুহাতে ঢালাওভাবে গ্রেফতার অভিযান চালানো হয়। গণগ্রেফতারের ফলে এ সময় কারাগারের ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেকগুণ বেশি বন্দি ছিল বলে জানা গেছে। ডিসেম্বরে গ্রেফতার হলেও জামিন না হওয়ায় পরবর্তী বছর ২০১৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তাঁদের অনেকে কারাগারে আটক ছিলেন।[২১] অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ধারণক্ষমতার অনেক বেশী বন্দি থাকায় জানুয়ারি মাসে খুলনা জেলা কারাগারের পরিত্যক্ত গোডাউনে একশ বন্দির থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[২২] মানবিক বিপর্যয়ের কারণে অনেক বন্দি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারাগারে চিকিৎসার ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে। সারাদেশে কারাগারের মোট ধারণ ক্ষমতা ৩৬ হাজার ৬১৪ জন। কিন্তু ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্দি ছিল ৮৬,৫৫০ জন।[২৩]

---

[১৮] প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2019-3-17

[১৯] প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=8&edcode=71&pagedate=2019-03-11

[২০] ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে বিএনপি দুই দফা ২ হাজার ৪৮ টি গায়েবি মামলায় প্রায় দেড় লাখ আসামীর তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা দেয়। এই সব মামলায় অজ্ঞাত হিসেবে আরও আসামী করা হয়েছে প্রায় ৪ লাখ লোককে।
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1579851/;in=3407

[২১] যুগান্তর, ১২ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/132234/

[২২] যুগান্তর, ১২ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/132234/

[২৩] https://www.prison.gov.bd/profile/prison-directorate

১৬. জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ১৪ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ১২ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে এবং ২ জন আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

খ. রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা

১৭. ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি প্রহসনমূলক ও অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের[২৪] মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট পুনরায় ক্ষমতা নেয়ার পর ২০১৯ সালের শুরু থেকেই বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে সংকুচিত করা অব্যাহত থাকে। বিএনপি ছাড়াও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলোর মিছিল সমাবেশেও সরকার বাধা দিয়েছে এবং হামলা করেছে। এই সময় নারী আন্দোলনকারীদের শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখা গেছে। এই ব্যাপারে নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলঃ

১৮. গত ১ জানুয়ারি প্রহসনের নির্বাচন প্রত্যাখান এবং অনতিবিলম্বে স্থায়ীভাবে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে ভোটাধিকার ও সুশাসনে জাতীয় ঐক্য নামে একটি সংগঠন ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানবন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করলে পুলিশের হামলায় তা পণ্ড হয়ে যায়।[২৫]

১৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রগুলো আবাসিক হলের বাইরে একাডেমিক ভবনে করা এবং ক্যাম্পাসে ছাত্রসংগঠনগুলোর সহাবস্থান নিশ্চিতের দাবিতে গত ৪ ফেব্রুয়ারি উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিতে গেলে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের আহ্বায়ক হাসান আল মামুনের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে আহত করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সূর্যসেন হল শাখার সহ-সভাপতি রাইসুল ইসলামের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জন নেতাকর্মী।[২৬]

২০. গত ৯ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ শহরের প্রেসক্লাব চত্বরে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে মহানগর বিএনপি আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশ পুলিশের বাধায় পণ্ড হয়ে যায়।[২৭]

---

[২৪] ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অধীনে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে সব দল অংশ নিলেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে যা ছিল নজিরবিহীন। নির্বাচন কমিশন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও প্রশাসন এই ভোট কারচুপিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে সহায়তা করে। এ ধরনের নির্বাচনের ফলে ক্ষমতাসীনদল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে এবং তার জোট সঙ্গী জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দল বেশ কয়েকটি আসনে বিজয়ী হয়। https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/5749-2019-01-15-07-24-53

[২৫] নয়াদিগন্ত, ২ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/politics/377433/

[২৬] প্রথম আলো, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=71&pagedate=2019-2-5

[২৭] নয়াদিগন্ত, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/city/387352/

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জে মহানগর বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ পণ্ড করে দেয় পুলিশ। ছবিঃ প্রথম আলো, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

২১. বুকার পুরস্কার জয়ী ভারতীয় লেখক অরুন্ধতী রায় দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ আলোকচিত্র উৎসব 'ছবিমেলায়' যোগ দেয়ার জন্য ঢাকায় আসেন। অনুষ্ঠান করার অনুমতি চেয়ে ছবিমেলার সমন্বয়ক গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তেজগাঁও বিভাগের পুলিশ উপ-কমিশনারের কাছে চিঠি দিলে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ শর্ত সাপেক্ষ অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেয়। গত ৫ মার্চ 'আটমোস্ট এভরিথিং অরুন্ধতী রায় ইন কনভারসেশন উইথ শহিদুল আলম' শিরোনামে অনুষ্ঠানটি ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৪ মার্চ রাত ১২টায় তেজগাঁও থানা পুলিশ আয়োজকদের জানান অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। তবে কি কারণে অনুষ্ঠান বাতিল করা হলো সে ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি পুলিশ। এরপর আয়োজকরা ঢাকার মাইডাস কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠান করার জন্য অনুমতি নেন। কিন্তু পুলিশী নিষেধাজ্ঞা আছে বলে সেখানেও অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে জনমতের চাপে সরকার অরুন্ধতী রায়ের অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসায় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।[২৮]

২২. ডাকসু'র পুর্ননির্বাচনের দাবিতে গত ১২ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্রজোট মিছিল বের করলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা মিছিলে দুই দফা হামলা চালালে মিছিলটি পণ্ড হয়ে যায়। এই ঘটনায় প্রগতিশীল ছাত্রজোটের চারজন কর্মী আহত হন। হামলার সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নারী কর্মীদের গালিগালাজ করে।[২৯]

২৩. স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ২৬ মার্চ কুষ্টিয়া জেলা সদরের কালেক্টরেট চত্বরে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে বিএনপি নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর জেলা বিএনপি'র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১২ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।[৩০] ২৬ মার্চ শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ফেরার সময় ফরিদপুরে বিএনপি'র

[২৮] প্রথম আলো, ৬ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-6&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a
[২৯] প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2019-03-13
[৩০] যুগান্তর, ২৭ মার্চ ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/159639/

অঙ্গ সংগঠন স্বেচ্ছাসেবকদলের মিছিলের ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়।[৩১] একই সময়ে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যাওয়ার সময় শহর বিএনপি ও জেলা যুবদলের আলাদা মিছিলেও হামলা চালানো হয়। দুর্বৃত্তদের হামলায় জেলা বিএনপি'র শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। আহতরা ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে সেখানেও পুলিশ তাঁদের ওপর চড়াও হয়।[৩২]

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন

২৪. **চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৩৪ জন নিহত ও ১১২২ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৯৯টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৯ জন নিহত ও ৯৫৯ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

২৫. বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা। আওয়ামী লীগের অধীনে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে সব দল অংশ নিলেও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সবন্দি করা, জাল ভোট দেয়া, প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া, আটক করা এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে, যা ছিল নজিরবিহীন। এই ধরনের একটি অগ্রহণযোগ্য ও প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার পর তারা বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। গত তিনমাসে সারাদেশে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। এছাড়া তারা বরাবরের মত নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণেও সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং তাদের আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখিন করা হয়নি।[৩৩]

২৬. গত ২ জানুয়ারি রাত ১০টায় নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার হাসান ভুঁইয়ার হাট এলাকায় ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেয়ায় স্থানীয় যুবলীগ কর্মী মো. ফজলু ও মজনুর নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি দল বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদল কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। এই ঘটনায় ৩ জন বিএনপি নেতাকর্মী আহত হন। আহতদের নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৩৪]

---

[৩১] দি ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০১৯; https://www.thedailystar.net/country/news/14-bnp-men-hurt-attack-bcl-jubo-league-1720969

[৩২] নয়াদিগন্ত, ২৭ মার্চ ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/398398/

[৩৩] প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-2-9&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৩৪] যুগান্তর, ৪ জানুযারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/129404/

২৭.গত ২৪ জানুয়ারি রাতে নোয়াখালী সদর উপজেলার বক্তারপুর গ্রামে উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইলিয়াস আলীর বাড়িতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। এই সময় তারা ইলিয়াস আলীকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে। এরপর যুবদল কর্মী শাহজাহানের বাড়িতে হামলা চালিয়ে শাহজাহানসহ বাড়ির লোকজনকে মারধর ও ঘরবাড়ী ভাংচুর করা হয়। হামলার সময় সুধারাম থানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও পুলিশ তাতে সাড়া দেয়নি। ইলিয়াস আলী ও শাহজাহানকে গুরুতর আহত অবস্থায় নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৩৫]

২৮.গত ২৪ জানুয়ারি কোটা সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের যুগ্ম আহাবায়ক রাশেদ খান নেতৃত্বে অমর একুশে বই মেলার প্রস্তুতি দেখতে বাংলা একাডেমিতে গেলে সেখানে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের ১০-১২ জন নেতাকর্মী তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এরপর কোটা সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নুরুল হক, ইনজামুল হক, রাফি আবিয়ান ও মুনতাসীর মাহমুদ নামে চার শিক্ষার্থীকে অবরুদ্ধ করে রাখে। নুরুল হক জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) অংশ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় এবং কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে তাঁদের ওপর এ হামলা চালানো হয়েছে।[৩৬]

২৯.গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ১৯ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এহসান হাবিবকে পুলিশ ক্যাম্পাস থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁকে এই ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়। কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে এহসান একটি খোলা চিঠিতে লেখেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানেন তিনি নিরপরাধ। তবুও পরিস্থিতি শান্ত করার নামে তাঁকে বলির পাঠা বানানো হয়েছে।[৩৭] ১৩ দিন কারাগারে আটক থাকার পর গত ৩ মার্চ এহসান হাবিব জামিনে মুক্তি পান।[৩৮]

ডাকসু নির্বাচন

৩০.গত ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখাসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও কারচুপির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। অনিয়মের প্রতিবাদে নির্বাচন চলাকালে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ছাড়া প্রায় সব প্যানেল নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়।[৩৯] নির্বাচন শুরুর পর থেকে প্রত্যেকটি আবাসিক হলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ভোটারদের ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করেন বলে অভিযোগ করেন প্রার্থীরা। হলের গেট থেকে অধিকাংশ অনাবাসিক ভোটারদের ফেরত পাঠানো হয়। নাম

[৩৫] যুগান্তর, ২৬ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/137708/
[৩৬] প্রথম আলো, ২৫ জানুয়ারি ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=20&edcode=71&pagedate=2019-1-25
[৩৭] প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=20&edcode=71&pagedate=2019-3-3
[৩৮] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-4&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a
[৩৯] মানবজমিন, ১২ মার্চ ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=163327&cat=2/

প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ভোটার বলেন, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হলের প্রবেশমুখ থেকে ভোটার লাইন নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাদের ভয়ে অনেকেই ভোট দিতে যায়নি। অনান্য হলে সকাল ৮ টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হলেও বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে ভোট গ্রহণ শুরু হয় দুপুর সোয়া ১১ টায়। ভোট গ্রহণের শুরুতে প্রার্থীরা ব্যালট বাক্স খালি কিনা দেখতে চাইলে প্রশাসন তা দেখাতে অস্বীকৃতি জানায়। এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা রিডিং রুম থেকে বস্তাভর্তি ছাত্রলীগের মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে সিল মারা ব্যালট উদ্ধার করে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী শিক্ষকরা এক বিবৃতিতে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি বলেও জানান।[৪০] ডাকসু ও হল সংসদের পুনর্নির্বাচন দাবি করে ছাত্রসংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। ডাকসু ও হল সংসদের পুর্ননির্বাচন ও রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে অনশন করা পাঁচ ছাত্রীকে গত ১৩ মার্চ গভীর রাতে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী হেনস্তা করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪১] রবিউল ইসলাম নামে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পুর্ননির্বাচনের দাবিতে অনশন করায় গত ১৯ মার্চ সূর্যসেন হলে তাঁকে মারধর করা হয়।[৪২]

কুয়েত-মৈত্রী হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর গোলাম রব্বানি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সিল মারা ব্যালট হাতে কুয়েত-মৈত্রী হলের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১২ মার্চ ২০১৯

ছাত্রাবাসে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে সিল মারা ব্যালট হাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১২ মার্চ ২০১৯

[৪০] মানবজমিন ১২ মার্চ ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=163327&cat=2/

[৪১] প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-15&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৪২] প্রথম আলো, ২০ মার্চ ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1584325/

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) পুনর্নির্বাচন দাবিতে আমরণ অনশনরত শিক্ষার্থী। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০১৯

গ.গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৩১.ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা।

৩২.গত ৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম নগরীর পাহাড়তলী রেলওয়ে বাজারে আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন সোহেল এক ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবি করে তা না পেয়ে সোহেল এবং তাঁর সহযোগীরা সেই ব্যবসায়ীর মাথা ফাটিয়ে দেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় লোকজন একত্রিত হয়ে সোহেল ও তাঁর সহযোগীদের গণপিটুনি দেয়। পরে পুলিশ সোহেলকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, আওয়ামী লীগ নেতা সোহেল তাঁর অফিসে ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন লোকজনকে ধরে এনে চাঁদা দাবী করতেন। চাঁদা না দিলে ইয়াবা অথবা অস্ত্র দিয়ে সেই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দিতেন।[৪৩]

৩৩. ২০১৯ সালের জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ১৫ জন নিহত হয়েছেন।

ঘ. মৃত্যুদণ্ড

৩৫.বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ড বহাল রয়েছে। অধিকার এর তথ্য মতে গত ২০১৯ সালের জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ৪৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। ঢাকাস্থ সৌদি আরব দূতাবাসের কর্মকর্তা খালাফ আল আলিকে হত্যার দায়ে গত ৩ মার্চ সাইফুল ইসলাম মামুন নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

[৪৩] নয়াদিগন্ত, ৮ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/378939/

ঙ. রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

নির্বাচন কমিশন

৩৬.নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো প্রহসনে পরিণত করে জনগণের আস্থা হারিয়েছে। এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর নেতাকর্মীরা প্রশাসন ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তায় আগের রাতে সিল মেরে ব্যালট বাক্সবন্দি করে, কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের মারধর করে ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪৪] কিন্তু এইসব অভিযোগগুলোর ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। নির্বাচন কমিশন তাদের ব্যর্থতার দায় স্বীকার না করে বরং 'নির্বাচন সুষ্ঠু' হয়েছে বলে সরকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলায় এর প্রতিফলন ঘটে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদের উপ-নির্বাচনে এবং উপজেলা নির্বাচনে। বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধীদলগুলো এই নির্বাচনগুলো বর্জন করে। এই নির্বাচনগুলোতে ভোটার উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে।[৪৫]

৩৭. বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (আইসিসিপিআর) স্বাক্ষর দানকারী দেশ। এই চুক্তির ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন ২০১৯ এর পরিস্থিতি

৩৮.দেশের ৪৮০টি[৪৬] উপজেলার নির্বাচন পাঁচটি ধাপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপির কারণে প্রধান বিরোধীদল বিএনপি এবং বাম রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচন বয়কট করায় ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও তার শরীক রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচনে

[৪৪] নয়াদিগন্ত, প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/376801; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/376825/; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=71&pagedate=2018-12-31;
[৪৫] প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-2&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a
[৪৬] প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-8&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

দলীয়ভাবে প্রার্থী দিয়ে অংশ নিচ্ছে।অধিকাংশ উপজেলায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এরই মধ্যে ১২০টি উপজেলায় বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বীতায় আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।[৪৭]

নাটোরের লালপুরে ভোটারশূন্য ওয়ালিয়া উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রের একটি বুথে ঘুমাচ্ছেন একজন পোলিং এজেন্ট। ছবিঃ প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৯

উপজেলা নির্বাচনে পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র প্রায় নির্জন ও ভোটার শূন্য। সকাল ১১ টা পর্যন্ত ৪১৪৯ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র ৩৫৯ জন ভোটার ভোট দেন। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১১ মার্চ ২০১৯

[৪৭] প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1585543/

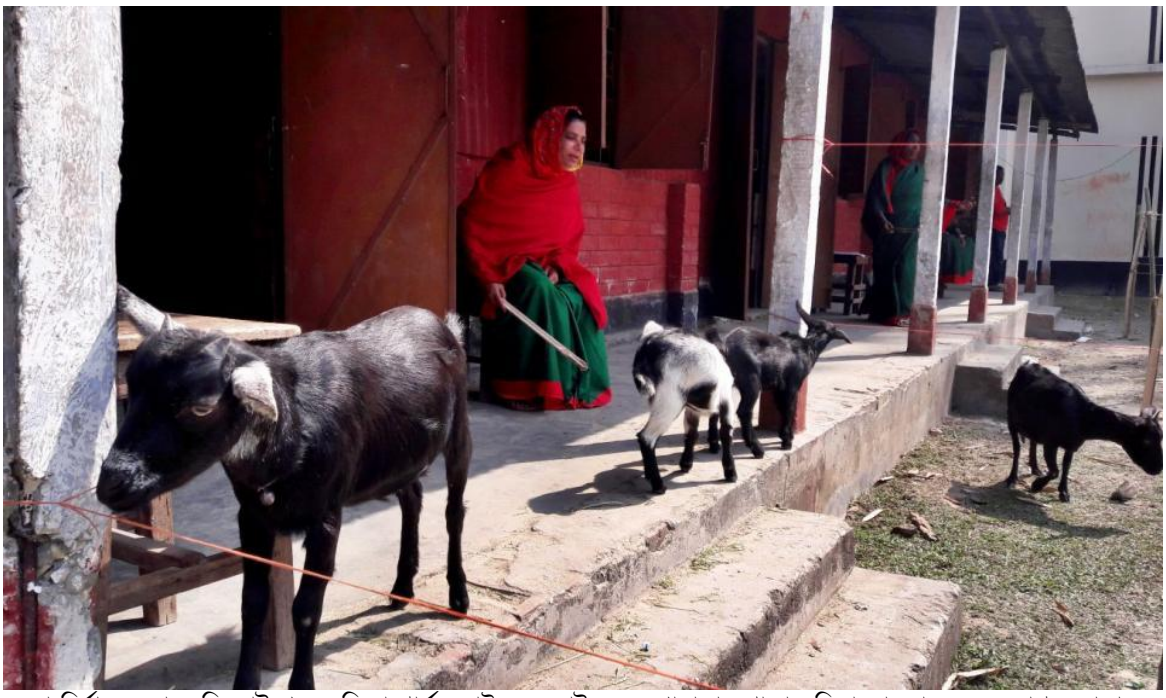

উপজেলা নির্বাচনে লালমনিরহাট শহরে তিস্তা গার্লস হাইস্কুল ভোটকেন্দ্রে পাহাড়ায় থাকা মহিলা আনসার সদস্য ছাগল তাড়াচ্ছেন। সকাল ১১টা পর্যন্ত ৩৯৮২ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র ৯ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১১ মার্চ ২০১৯

৩৯.প্রথম ধাপে গত ১০ মার্চ ৭৮টি উপজেলায়, ১৮ মার্চ দ্বিতীয় ধাপে ১১৬টি উপজেলায়, ২৪ মার্চ তৃতীয় ধাপে ১১৭ এবং ৩১ মার্চ চতুর্থ ধাপে ১০৬ উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৪৮] নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম। ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপির কারণে ভোট দিতে না পারায় ভোটাররা এই নির্বাচনে কোন রকম আগ্রহই দেখাননি। বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কট করলেও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় নির্বাচন চলাকালে অনেক জায়গাতেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মারা,ব্যালট পেপার ছিনতাই ও কেন্দ্র দখল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় বহু কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন।[৪৯]

৪০.১০ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম ধাপের নির্বাচনে জয়পুরহাট সদর উপজেলার জয়পুরহাট সরকারী বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২ হাজার ৫৯১ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দেন মাত্র ৬৭ জন।[৫০] হবিগঞ্জ বানিয়াচংয়ের মক্রমপুর ইউনিয়নের শাহপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনিত প্রার্থী আবুল কাশেম চৌধুরীর

[৪৮] নির্বাচন কমিশন www.ecs.gov.bd

[৪৯] নয়াদিগন্ত, ১১ মার্চ ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/394476

[৫০] প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-03-11&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

সমর্থকরা ব্যালট ছিনতাই করে ভোট দেয়ার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ হয়।[৫১] তাহিরপুর উপজেলার কাশতাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৌকার সমর্থকরা সাংবাদিকদের বের করে দিয়ে জাল ভোট দেয়।[৫২]

৪১.১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনেও প্রথম ধাপের নির্বাচনের মতোই অধিকাংশ ভোটার ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকেন। ফলে অধিকাংশ ভোট কেন্দ্র ছিল ভোটার শূন্য। এই অবস্থায়ও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মারা, ব্যালট পেপার ছিনতাই ও কেন্দ্র দখল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ভোটগ্রহণ শেষে ফেরার পথে নির্বাচন কর্মকর্তাসহ কয়েকজন হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলায় কংলাক ভোটকেন্দ্র থেকে ভোট শেষে নির্বাচনী সরঞ্জাম নিয়ে নির্বাচন কর্মকর্তারা উপজেলা সদরে ফেরার পথে দুবৃর্ত্তরা তাঁদের ওপর ব্রাশ ফায়ার করে। এই ঘটনায় নির্বাচনী কর্মকর্তাসহ ৭ জন নিহত এবং ২৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।[৫৩]

বগুড়া শহরের পিটিআইয়ের পরীক্ষণ ভবন কেন্দ্রে ভোটার নেই। তাই বুথের মধ্যে ঘুমাচ্ছেন এক সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা। ছবিঃ প্রথম আলো ১৯ মার্চ ২০১৯

৪২.২৪ মার্চ অনুষ্ঠিত তৃতীয় ধাপের নির্বাচনেও অধিকাংশ ভোটকেন্দ্র ছিল প্রায় ভোটার শূন্য। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার নির্বাচনে আনসার একাডেমি ভোটকেন্দ্রে বিকেল তিনটা পর্যন্ত ভোট পড়ে মাত্র ৬৭টি। কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলায় নির্বাচনের আগের রাতে ১০টা থেকে ১১ টার মধ্যে আওয়ামী লীগ

[৫১] প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-03-11&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৫২] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫৩] নয়াদিগন্ত, ১৯ মার্চ ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/396463

মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী তানিয়া সুলতানার পক্ষে তাঁর সমর্থকরা ভোটকেন্দ্রগুলোতে এসে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে নৌকার ব্যালটে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখে বলে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানা যায়। এই সময় পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করে। কোথাও কোথাও পুলিশ এই কাজে সহযোগীর ভূমিকাও পালন করে। এই উপজেলার ভোট স্থগিত করা হয়।[৫৪] লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলায় দুপুরের পর ভোটকেন্দ্রগুলোতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ঢুকে প্রিজাইডিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে প্রকাশ্যে সিল মারে।[৫৫] গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাচনে ফল কারচুপির অভিযোগ এনে পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকরা গত ২৬ মার্চ গোপালগঞ্জ-কোটালিপাড়া এবং গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট সড়ক অবরোধ করে রাখলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে। এই সময় একজন পুলিশ সদস্য গুলিবিদ্ধ হন।[৫৬]

রামগঞ্জ উপজেলার ভাটরা ইউনিয়নের পাচঁরুখী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আজাদ শেখ (ডানে) ও ওয়ার্ড মেম্বার ইসমাইল হোসেন দুলালের (বামে) নেতৃত্বে সরকারদলীয় নেতাকর্মীরা ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে গণহারে নৌকা প্রতীকে সিল মারেন। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ২৫ মার্চ ২০১৯

৪৩.৩১ মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ ধাপের নির্বাচনেও অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম। ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য মসজিদের মাইক থেকে আহ্বান জানানো হয়।[৫৭] কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় ভিটিকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাশকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বন্দরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নির্বাচনের আগের দিন ৩০ মার্চ রাত আনুমানিক ১১টায় আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকরা প্রিসাইডিং কর্মকর্তার কাছ থেকে জোর করে ব্যালট

[৫৪] প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-25&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৫৫] নয়াদিগন্ত, ২৫ মার্চ ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/election/397780

[৫৬] যুগান্তর ও নয়াদিগন্ত, ২৭ মার্চ ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/159703/ ; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/398373

[৫৭] মানবজমিন ১ এপ্রিল ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=166208&cat=2

পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সিল মেরে সেগুলো বাক্সে ভর্তি করে। পরবর্তীতে এই তিন কেন্দ্রের ভোট স্থগিত করা হয়।[৫৮]

একদল যুবক জালভোট দিয়ে চলে যাওয়ার পর নির্বাচনী কর্মকর্তা সিল মারা ব্যালট হাতে বসে আছেন। কুমিল্লা বুড়িচং উপজেলার নিমসার উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে। ছবিঃ প্রথম আলো, ১ এপ্রিল ২০১৯

দুর্নীতি দমন কমিশন

৪৪.দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ অনুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীনদলের চাপে দুদক তার দায়িত্ব পালন করতে পারছে না, যা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে দুদক অনুসন্ধান শুরু করলেও বেশীর ভাগ অভিযুক্ত ব্যক্তিই পরবর্তীতে দায়মুক্তি পেয়ে গেছেন। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যাংকের বিপুল পরিমান টাকা আত্মসাৎ এবং বিদেশে পাচারসহ দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও দুদককে তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। অথচ দুদকের কবলে পড়ে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল এবং নিরপরাধ মানুষকে দীর্ঘদিন জেলে আটকে রাখারও উদাহরণ রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন সোনালী ব্যাংকের সাড়ে ১৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা জালিয়াতির ৩৩টি মামলায় প্রকৃত অভিযুক্ত আবু সালেককে গ্রেফতার না করে টাঙ্গাইল জেলার অধিবাসী

[৫৮]প্রথম আলো, ১ এপ্রিল ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-4-1&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

নরসিংদীর ঘোড়াশালের পাটকল শ্রমিক নিরপরাধ জাহালমকে গ্রেফতার করে। ২০১৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জাহালম গ্রেফতার হওয়ার পর প্রায় তিন বছর তিনি কারাগারে বন্দি থাকেন। দরিদ্র শ্রমিক জাহালম কারাগারে বন্দি থাকায় তাঁর পরিবার প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ভুয়া ভাউচার তৈরি করে সোনালী ব্যাংকের ১৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে আবু সালেক নামে এক ব্যক্তি। এই ঘটনায় ২০১৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর দুদক জাহালমকে তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে হাজির হতে চিঠি দেয়। চিঠি পেয়ে জাহালম দুদকে হাজির হয়ে বলেন তিনি সালেক নন, তিনি জাহালম। কিন্তু দুদক পাটকল শ্রমিক জাহলামকে ১৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা আত্মসাৎয়ের মামলায় অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেয়।[৫৯] গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় 'স্যার, আমি জাহালম, সালেক না' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে তা সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কামরুল কাদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের নজরে আনলে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'জাহালমের আটকাদেশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, জানতে চেয়ে রুল জারি করেন। গত ৩ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট বিভাগের একই বেঞ্চ দুদকের দায়ের করা ৩৩টি মামলায় জাহালমকে নির্দোষ ঘোষণা করে তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দিলে এই দিন রাতে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান।[৬০]

প্রকৃত আসামী আবু সালেক (বাঁয়ে)। নিরাপরাধ জাহলাম (ডানে)। ছবিঃ প্রথম আলো ২৮ জানুয়ারী ২০১৯

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৪৫.জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও সরকারের প্রতি আনুগত্যমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দেশে ব্যাপকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম ও নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এই ব্যাপারে কোন ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। গত ৩০ ডিসেম্বর নজিরবিহীন কারচুপি ও প্রহসনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অথচ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক গত ১ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ঘটেনি। ভোটররা

[৫৯] প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1576452
[৬০] মানবজমিন, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=157885&cat=3

তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পেরেছেন। তাই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে।[৬১] শুধু কারচুপি ও প্রহসনের নির্বাচনের পক্ষেই সাফাই গেয়েই ক্ষান্ত হননি কমিশনের চেয়ারম্যান। গত ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনের দিন নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বিএনপির প্রার্থীকে ধানের শীষে ভোট দেয়ার কারণে সুবর্ণচর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির এক কর্মীর স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে।[৬২] এই ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির রির্পোটের বরাত দিয়ে কমিশনের চোরম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, সুবর্ণচরে ধর্ষণ ও গুরুতর আঘাতের সঙ্গে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক আছে বলে প্রমাণ পায়নি কমিশনের তদন্ত কমিটি।[৬৩] কমিশনের এই বক্তব্যের ব্যাপারে ব্যাপক সমালোচনার পর গত ১৭ জানুয়ারি কমিশনের চেয়ারম্যান তাঁর আগের বক্তব্য থেকে সরে এসে বলেন, "নির্বাচনের সঙ্গে ধর্ষণের সম্পর্ক নেই, এই কথা বলেনি মানবাধিকার কমিশন।"[৬৪]

চ. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিবর্তনমূলক আইন

৪৬. ২০১৯ সালের প্রথম তিন মাস মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ ছিল লক্ষ্যণীয়। সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। প্রায় সব ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়া সরকারের অনুগত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন। রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভি সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে। এই দমনমূলক পরিস্থিতিতে যেসব সাংবাদিক এবং রিপোর্টার সাহস করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করেছেন সরকারদলীয় নেতাকর্মীরা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এমনকি সরকারি উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে এইসব সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এই সরকার নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন[৬৫] ২০১৮ পাশ করে সাংবাদিক, সরকারের সমালোচনাকারী সাধারণ নাগরিক, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের এবং তাঁদের গ্রেফতার করছে। অন্যদিকে নিবর্তনমূলক

[৬১] যুগান্তর, ২ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/128568
[৬২] নয়াদিগন্ত ১৮ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/381463
[৬৩] প্রথম আলো, ১৩ জানুয়ারি ২০১৯, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1574390/
[৬৪] ডেইলি স্টার, ১৯ জানুয়ারি ২০১৯, https://www.thedailystar.net/bangla/
[৬৫] তথ্যপ্রযুক্তি আইনের নিবর্তনমূলক ৫৭ ধারার বিষয়গুলোকে এই আইনের চারটি ধারায় (২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১ এ) বিন্যস্ত করা হয়েছে। এসব ধারায় বিভক্ত করে যেভাবে আরও কঠোর এবং অধিকতর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তা সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।[৬৫] এই আইনের সবচেয়ে বিতর্কিত ৩২[৬৫] নম্বর ধারাটি তথ্য অধিকার আইনের পরিপন্থী। এছাড়া ৪৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে- যদি একজন পুলিশ কর্মকর্তা মনে করেন, এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে অথবা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অপরাধটি করা হয়েছে অথবা এই ধরনের অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা রয়েছে অথবা সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে পুলিশ যেকোনো স্থানে বা ব্যক্তিকে তল্লাশি করতে পারবে। এছাড়াও কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ করেছে বা করছে বলে সন্দেহ হলে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারায় অভিযুক্তদের সাজা দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে ।

৪৭.গত ৯ জানুয়ারি ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি বিকৃত করার অভিযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এর ৫৭ ধারায় দায়ের করা মামলায় মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মনিরকে (২০) কে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আসসামছ জগলুল হোসেন।[৬৬]

৪৮.প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ''কুটক্তি'' করার অভিযোগে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সদস্য ও মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহফুজা আক্তার কিরণের বিরুদ্ধে গত ১১ মার্চ গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন ঢাকা মহানগর মূখ্য আদালতের বিচারক সরাফুজ্জামান আনসারী। মাহফুজা আক্তার এক মন্তব্যে অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী শুধু ক্রিকেটকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অন্যান্য খেলা, বিশেষ করে ফুটবলের প্রতি তাঁর লক্ষ্য নেই। তাঁর এই মন্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে ক্রীড়া সংগঠক আবু হাসান চৌধুরী প্রিন্স মাহফুজা আক্তারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।[৬৭] গত ১৬ মার্চ পুলিশ মাহফুজা আক্তারকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠায়।[৬৮] তাঁকে কারাগারে পাঠনোর পর দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনা হয়। অবশেষে গত ১৯ মার্চ তাঁকে জামিন দেয় আদালত।[৬৯]

৪৯.**জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

৫০.৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত খুলনা-১ আসনে নির্বাচনে ঘোষিত ফলাফল বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করার অভিযোগে বটিয়াঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেবাশীষ চৌধুরী বাদী হয়ে ঢাকা ট্রিবিউনের খুলনা প্রতিনিধি হেদায়েৎ হোসেন মোল্লা ও দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার রাশিদুল ইসলামকে আসামি করে বটিয়াঘাটা থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন। গত ১ জানুয়ারি হেদায়েৎ হোসেন মোল্লাকে (৪১) পুলিশ গ্রেফতার করে। মামলার এজাহারে বলা হয়, অভিযুক্তরা পরস্পরের যোগসাজশে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এই আসনে মোট ভোটারের তুলনায় ২২,৪১৯ ভোট বেশি পড়েছে বলে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেন।[৭০] হেদায়েৎ হোসেন মোল্লা গত ৩ জানুয়ারি খুলনার জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন নিয়ে কারাগার থেকে মুক্তি পান। রাশিদুল ইসলাম সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ এবং বিচারপতি মহিউদ্দিন শামিমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ থেকে গত ২১ জানুয়ারি ৪ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালিন জামিন লাভ করেন এবং গত ১৭ ফেব্রুয়ারি খুলনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির হলে আদালত তাঁকে জামিন দেয়।[৭১]

---

[৬৬] যুগান্তর, ১০ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/131631/
[৬৭] যুগান্তর, ১৩ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/national/154625/
[৬৮] যুগান্তর, ১৯ মার্চ ২০১৯; https://www.jugantor.com/sports/155714/
[৬৯] প্রথম আলো, ১৯ মার্চ ২০১৯; https://www.jugantor.com/sports/156855/
[৭০] যুগান্তর, ২ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/eleventh-parliament-election/128816/
[৭১] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

ঢাকা ট্রিবিউনের খুলনা প্রতিনিধি হেদায়েৎ হোসেন মোল্লা (মাঝে) ছবিঃ যুগান্তর, ২ জানুয়ারি ২০১৯

৫১. ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'কটুক্তি' করার অভিযোগে বিএনপির সহযোগী সংগঠন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের চট্টগ্রাম নগর কমিটির প্রচার সম্পাদক দেওয়ান মাহমুদা আক্তার লিটাকে র‍্যাব-৭ এর সদস্যরা গ্রেফতার করে তাঁকে খুলশী থানায় হস্তান্তর করে। তাঁর বিরুদ্ধে খুলশী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়।[৭২]

৫২. গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'নবাবগঞ্জের ওসি মোস্তফা কামালের আলিশান বাড়ি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদন প্রকাশের জের ধরে ওসি মোস্তফা কামালের আজ্ঞাবহ নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেক লীগের নেতা মোহাম্মদ পলাশ মিয়া যুগান্তর ও যমুনা টিভির বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর আওতায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ যুগান্তর পত্রিকা এবং যমুনা টিভির প্রতিনিধি আবু জাফর এবং আজহারুল হককে গ্রেফতার করেছে।[৭৩]

৫৩. ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ১৪ জন সাংবাদিক আহত, ২ জন হুমকির সম্মুখীন, ৪ জন গ্রেফতার ও ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৫৪. দৈনিক বরিশাল প্রতিদিন পত্রিকার উজিরপুর প্রতিনিধি ও উজিরপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সরদার সোহেল চাঙ্গুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধের বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য ঐ বিদ্যালয়ে যান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আতাহার আলী খান ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী সরদার সোহেলের ওপর হামলা চালায় ও তাঁকে মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় সরদার সোহেলকে উজিরপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।[৭৪]

৫৫. গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বসন্তবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সিলেট জেলার মুরারীচাঁদ (এমসি) কলেজে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষের ছবি তুলতে গেলে সিলেটের সমকালের

[৭২] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন; নয়াদিগন্ত, ২৩ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/382640/

[৭৩] যুগান্তর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/147446/

[৭৪] নয়াদিগন্ত, ৯ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/379136/

ফটোসাংবাদিক ইউসুফ আলী, দৈনিক জাগরণের ফটো সাংবাদিক মিঠু দাশ ও সিলেটের অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন সিল টিভির ফটোসাংবাদিক কাউসার আহমেদের ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। আহত সাংবাদিকদের সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়।[৭৫]

৫৬. চট্টগ্রামের লোহাগড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু আসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি লোহাগড়া দৈনিক যুগান্তরের প্রতিনিধি মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনকে ২০১৪ সালের একটি মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সেলিমের স্ত্রী মুর্শিদা বেগম অভিযোগ করেছেন, গ্রেফতারের সময় আবু আসলাম নিজে পুলিশের সঙ্গে উপস্থিত থেকে সেলিমকে গুলি করারও হুমকি দেয়।[৭৬]

৫৭. গত ২৬ মার্চ লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় আওয়ামী লীগের দুই বিবদমান গ্রুপের মিছিল ও পাল্টা মিছিলের ছবি তোলার সময় দৈনিক মানবকণ্ঠের লালমনিরহাট প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান সাজুর ওপর কয়েকজন মিছিলকারী হামলা চালায় এবং তাঁর ক্যামেরা ভাংচুর করে। গুরুতর আহত সাজুকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৭৭]

লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলায় আওয়ামী লীগের মিছিলের কিছু লোকজন সাংবাদিক আসাদুজ্জামান সাজ্জুকে মারধর করে। ছবি: ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০১৯

[৭৫] প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=2&edcode=71&pagedate=2019-2-19
[৭৬] যুগান্তর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/147844/
[৭৭] দি ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০১৯; https://www.thedailystar.net/country/news/journalist-assaulted-camera-vandalised-1720975

ছ. নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৮.জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শিশু ধর্ষণের ঘটনাও বর্তমানে মারাত্মকভাবে বেড়েছে। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা হতাশাজনক।[৭৮]

ধর্ষণ

৫৯.ধর্ষণের মামলা করতে গিয়ে প্রায় অর্ধেক নারী ও শিশু থানায় হেনস্তার শিকার হন।[৭৯] তাঁদের মামলা রেকর্ড করা হয় যেনতেনভাবে। টাকা খরচ করতে হয় এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ আসামী ধরতে পারে না। আসামী ধরতে না পারার পেছনে পুলিশ রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় দুবৃর্ত্ত ও উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়ী করেছেন।[৮০] পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে ধর্ষণের শিকার নারীদের দুই-তৃতীয়াংশ শিশু।[৮১] দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কারণে দায়বদ্ধতাহীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশে আইনের শাসন নেই। ফলে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং ধর্ষণসহ নারীদের ওপর তারা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা চালাচ্ছে।

৬০.**গত তিন মাসে ২০৪ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৬৫ জন নারী, ১৩৮ জন মেয়ে শিশু এবং ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ৬৫ জন নারীর মধ্যে ৩০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন। ১৩৮ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩১ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ১০ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ১৪ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।**

৬১.গত ১৮ জানুয়ারি নোয়াখালী জেলার কবিরহাটে বিএনপি কর্মী পেশায় রাজমিস্ত্রি আবুল হোসেনের স্ত্রীকে অস্ত্রের মুখে ধানসিঁড়ি ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি জাকির হোসেন ও তার ৪/৫ জন সহযোগী গণধর্ষণ করে। ধর্ষণের শিকার নারীর স্বামী বিএনপি কর্মী আবুল হোসেনকে ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে পুলিশ গ্রেফতার করে। আবুল হোসেন জেল হাজতে থাকার সুযোগে ধর্ষকরা তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করেছে।[৮২]

---

[৭৮] নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা, যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়ের হওয়া ৭ হাজার ৮৬৪টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে। (লিংক)

[৭৯] প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1581667/

[৮০] প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1581667/

[৮১] প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1581667/

[৮২] যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/135144/

যুবলীগের সহ-সভাপতি জাকির হোসেন। ছবিঃ যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০১৯

৬২. গত ১ মার্চ নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে যুবলীগ কর্মী আলাউদ্দিন এক নারীকে ধর্ষণ করে। এই সময় ঐ নারীর চিৎকারে আশে পাশের লোকজন এসে আলাউদ্দিনকে আটক করে মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুরু মিয়ার কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু নুরু মিয়া ধর্ষককে পুলিশের কাছে হস্তান্তর না করে ৬০ হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেন। ধর্ষণের বিচার না পেয়ে গত ২ মার্চ নারীটি আত্মহত্যা করেন। এ ঘটনায় পুলিশ আলাউদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে।[৮৩]

৬৩. গত ৩১ মার্চ চতুর্থ ধাপের উপজেলা নির্বাচনে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে এক নারী ও তাঁর স্বামী পছন্দের ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থক যুবলীগ কর্মী সিরাজ সরদারের ছেলে ফজলুর রহমান এবং আবুল বাশার, হেলাল উদ্দিন, আরমান, রায়হান ও আবুল কাশেমসহ ১০/১২ জন দুবৃর্ত্ত তাঁদের গতিরোধ করে এবং স্বামীকে আটকে রেখে ঐ নারীকে ধর্ষণ করে। গুরুতর আহত অবস্থায় ঐ নারীকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৮৪]

এসিড সহিংসতা

৬৪. **চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ৮ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫জন মহিলা ও ৩ জন মেয়ে শিশু।**

[৮৩] যুগান্তর, ৮ মার্চ ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/152629/
[৮৪] যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/162079/

৬৫.এসিড-সন্ত্রাসের মামলায় অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় অধিকাংশ আসামী খালাস পেয়ে যাচ্ছেন বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। মাত্র ৯ শতাংশ মামলায় অভিযুক্তদের সাজা হয়েছে। গত ১৬ বছরে ৫,৮৩৭ জনের বিরুদ্ধে ২,১৬৯টি মামলা হয়। এর মধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র ৩৪৩ জনের।[৮৫]

যৌন হয়রানি

৬৬. জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত মোট ১৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২ জন আত্মহত্যা করেন। এছাড়া ২ জন আহত, ৫ জন লাঞ্ছিত এবং ৯ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন।

৬৭.গত ২ মার্চ নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে সুমি রাণী নামে (১৪) এক স্কুল ছাত্রীকে বাড়িতে একা পেয়ে দুই সন্তানের জনক সূর্য রায় নামে এক বখাটে উত্ত্যক্ত করলে সুমি রাণী আত্মহত্যা করেন। সুমির মা ময়না রানী জানান, দীর্ঘদিন থেকে সুমিকে উত্ত্যক্ত করতো সূর্য রায়। এই ঘটনায় সূর্যের বিরুদ্ধে সৈয়দপুর থানায় ময়না রাণী বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। এরপর মামলা তুলে নেয়ার জন্য সুমির পরিবারের ওপর সূর্যের লোকজন চাপ প্রয়োগ করে।[৮৬]

যৌতুক সহিংসতা

৬৮.গত তিন মাসে মোট ১৯ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১০ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ও ৯ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৬৯.গত ৭ ফেব্রুয়ারি হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় কড়রা গ্রামে রিপা আক্তার (২৫) নামে এক গৃহবধুকে ৫০ হাজার টাকা যৌতুক না পেয়ে তাঁর স্বামী বেনু মিয়া ও তার বাবা-মা হত্যা করে লাশ ঘরে ঝুলিয়ে রাখে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৮৭]

জ. শ্রমিকদের অধিকার

৭০.চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। এছাড়া অভিবাসী নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।

---

[৮৫] প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1575905/

[৮৬] নয়াদিগন্ত, ৪ মার্চ ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/392604/

[৮৭] মানবজমিন, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=158750&cat=9/

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৭১. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত। ৬০% এর বেশী শ্রমিক নারী[৮৮] হলেও অনেক কারখানায় নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। জানুয়ারি মাসে শ্রমিকরা তাঁদের বেতন বাড়ানোর দাবিতে রাস্তায় নেমে আসলে পুলিশের গুলিতে ১ জন শ্রমিক নিহত হন।

৭২. নূন্যতম মজুরিকাঠামো বাস্তবায়ন ও বকেয়া বেতন প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে গত ৫ জানুয়ারি থেকে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা ও এর আশে পাশের এলাকায় আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলন ও বিক্ষোভে পুলিশ বাধা দেয় এবং হামলা করে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৮ জানুয়ারি শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে পুলিশের গুলিতে সাভারে মোহাম্মদ সুমন মিয়া (২২) নামে এক শ্রমিক নিহত হন।[৮৯] শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে ঢাকা, সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর এবং নারায়ণগঞ্জের ৯৯টি কারখানার ১১ হাজার শ্রমিককে ইতিমধ্যে ছাঁটাই করা হয়েছে এবং ৩৪টি মামলায় ৩৫০০ শ্রমিককে আসামি করা হয়েছে।[৯০]

পুলিশের গুলিতে নিহত সুমন মিয়া। ছবিঃ বাংলা ট্রিবিউন, ৮ জানুয়ারি ২০১৯

[৮৮] ঢাকা ট্রিবিউন, ৩ মার্চ ২০১৮; https://www.dhakatribune.com/business/2018/03/03/womens-participation-rmg-workforce-declines

[৮৯] নয়াদিগন্ত, ৯ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/379168/

[৯০] নিউএজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/64683/11000-rmg-workers-fired

১৪ জানুয়ারি বিক্ষোভের সময় শ্রমিকদের ওপর পুলিশের হামলা। ছবিঃ নয়া দিগন্ত ১৮ জানুয়ারি ২০১৯

৭৩.শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে সরকার শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো সমন্বয় করে গত ১৩ জানুয়ারি সংশোধিত মজুরি কাঠামো ঘোষণা করে। সংশোধিত বেতন কাঠামো অনুসারে ১ নং গ্রেডে ৭৪৭ টাকা, ২নং গ্রেডে ৭৮৬ টাকা, ৩ নং গ্রেডে ২৫৫ টাকা, ৪ নং গ্রেডে ১০২ টাকা, ৫ নং গ্রেডে ২০ টাকা এবং ৬ নং গ্রেডে ১৫ টাকা বেড়েছে।[৯১] সরকার গর্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করে ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সংশোধিত বেতন কাঠামো নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তুষ্টি রয়েছে। তাঁরা ন্যূনতম ১৬ হাজার টাকা মজুরির জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন।[৯২]

৭৪.গত ৯ মার্চ চট্টগ্রাম ফোর এইচ অ্যাপারেলস নামের একটি পোশাক কারখানায় হাজেরা নামে এক নারী শ্রমিককে চুরির অভিযোগে কারখানার কর্মকর্তারা জুতার মালা পড়িয়ে হেনস্থা করলে তিনি ওইদিনই আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে শ্রমিকরা গত ১৩ মার্চ বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা করে। ঘটনাস্থলে ছবি তোলার সময় প্রথম আলো পত্রিকার আলোকচিত্রী জুয়েল শীলের ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে তাঁকেও হেনস্তা করে পুলিশ। পুলিশের হামলায় ১০ জন শ্রমিক আহত হন। আহতদের মধ্যে ৮ জন নারী শ্রমিক রয়েছেন।[৯৩]

[৯১] যুগান্তর, ১৪ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/132864/
[৯২] দি ডেইলী স্টার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮; https://www.thedailystar.net/business/news/bangladesh-rmg-garment-workers-minimum-salary-8000-taka-announced-1633342
[৯৩] প্রথম আলো, ১৪ মার্চ ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1583328/

চট্টগ্রাম নগরের বালুছড়া ফোর এইচ অ্যাপারেলস্ লিমিটেডের সামনে পুলিশের লাঠিপেটায় আহত এক শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন সহকর্মীরা। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৪ মার্চ ২০১৯

৭৫.২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে তৈরি পোশাক শিল্পের ১ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এছাড়াও ২২৮ জন শ্রমিক পুলিশের হাতে আহত হয়েছেন যখন তাঁরা বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছিলেন।

অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ইনফরমাল সেক্টর)

৭৬.নির্মাণ শ্রমিকরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার এবং তাঁদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বিল্ডিংসহ বিভিন্ন নির্মাণকাজে এঁদের ব্যাপক অবদান রয়েছে- অথচ তাঁদের নিরাপত্তা, মজুরী, সুযোগ- সুবিধা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। নির্মাণ শিল্পে পুরুষদের প্রাধান্য দেয়া হয় বলে এই সেক্টরে নারী শ্রমিকদের আরও বেশী বৈষম্যের শিকার হতে হয়। তাঁরা প্রায়শই নিম্নতম মজুরীর নিচে কাজ করতে বাধ্য হন। এছাড়া তাঁদের পৃথক টয়লেট, গোসলের ব্যবস্থা এবং সন্তান রাখার কোন ব্যবস্থা ছাড়াই তাঁদের কাজ করতে হয়। এর পাশাপাশি গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা না করেই তাঁদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হয়।

জাহাজ ভাঙা শ্রমিক

৭৭.গত ১৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের শীতলপুর চৌধুরীঘাট এলাকায় সাগরিকা শিপব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রিতে একটি জাহাজ কাটার সময় দুই শ্রমিক জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান। চট্টগ্রামের জাহাজভাঙ্গা কারখানায় দুর্ঘটনায়

৫ বছরে ৭৭ জন শ্রমিক মারা গছেন।[৯৪] কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা, পোশাক এবং অগ্নিনির্বাপকসহ অন্যান্য সামগ্রী যেমন গ্লাভস, হেলমেট না থাকায় বারবার শ্রমিকরা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।[৯৫]

অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থা

৭৮.গত ২০ জানুয়ারি সৌদি আরব থেকে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়ে ৮১ জন নারী শ্রমিক দেশে ফেরত এসেছেন। এঁদেরমধ্যে একজন কিশোরীও ছিলেন। এই কিশোরীসহ তিন জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি করা হয়।[৯৬] বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের বহু শ্রমিক মারা যাচ্ছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮ সালে বিদেশে কাজ করতে গিয়ে ৩,৭৯৩ জন শ্রমিক মারা গেছেন। এঁদের মধ্যে ২০ বছর বয়সী নারী মৌসুমি আক্তার মারা যান জর্ডানে। মৌসুমি আক্তারের চাচা মোহাম্মদ ইমরান খান বলেন, দেশে আনার পর তাঁর মরদেহে কালো কালো চিহ্ন দেখতে পান।[৯৭] মধ্যপ্রাচ্যে নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন নির্যাতনসহ নানা ধরনের নিপীড়ন চলছে। এর আগেও বহু নারী শ্রমিক দেশে ফিরে তাঁদের ওপর অত্যাচারের কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে প্রতি বছরই নারী শ্রমিকরা নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার হয়ে খালি হাতে দেশে ফিরছেন।[৯৮]

ঝ. ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৭৯.ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে ভাংচুর ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের বসত ভিটায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে গত তিন মাসে। এইসব ঘটনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়। এই ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়ায় এবং ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না। এছাড়া এই সময়ে সংখ্যালঘু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা করেছে দুবৃর্ত্তরা এবং তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয় প্রশাসন।

[৯৪] প্রথম আলো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=20&edcode=71&pagedate=2019-2-27
[৯৫] প্রথম আলো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=20&edcode=71&pagedate=2019-2-27
[৯৬] প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=5&edcode=71&pagedate=2019-01-23
[৯৭] মানবজমিন, ২৪ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=156107&cat=6/
[৯৮] নয়াদিগন্ত ১১ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/first-page/324510 / নিউএজ, ১০ জুন ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/43316/overseas-jobs-shrinking

৮০.গত ২৫ জানুয়ারি রাতে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় কালি মন্দিরে দুর্বৃত্তরা মূর্তি ভাঙ্গচুর করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা জালাল উদ্দিনের ছেলে ইয়ামিনকে (২২) আটক করা হয়েছে।[৯৯]

৮১.পঞ্চগড় জেলার আহমদনগরে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত এর তিন দিনব্যাপি সালানা জলসা (বার্ষিক সম্মেলনে) বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে লোকজন গত ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে হামলা চালায় এবং ভাংচুর করে। এরপর জেলা প্রশাসন আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সালানা জলসার অনুমতি বাতিল করেন।[১০০]

৮২.গত ২৪ মার্চ ভোর রাতে নওগাঁ জেলার ডামুরহাট উপজেলায় ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি পাহান সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বসতবাড়িতে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা হোসেন মোশাররফের নেতৃত্বে একদল দুবৃর্ত্ত ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায় এবং বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। জমি দখলের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের স্থানীয় এই নেতা হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অগ্নিসংযোগের ফলে ৩৭টি পরিবার বসতভিটাহীন হয়ে পড়েছেন যাঁদের অধিকাংশই পাহান সম্প্রদায়ের। পুলিশ এই ঘটনায় হোসেন মোশাররফকে গ্রেফতার করেছে।[১০১]

[৯৯] নয়াদিগন্ত, ২৭ জানুয়ারি ২০১৯; www.dailynayadiganta.com/more-news/383633/

[১০০] যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/144239

[১০১] দি ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/news/goons-evict-37-landless-families-1720927

নওগাঁয়ের ধামইহরহাট উপজেলায় এই খাস জমিতে বয়োবৃদ্ধ নারীটির বাড়ি ছিল। ২৪ মার্চ সকাল আনুমানিক সাড়ে আটটায় জবরদখলকারীরা নারীর বাড়িটিসহ অন্তত ৩৭ টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই নারীসহ বেশিরভাগ ভুক্তভোগী পরিবার এখন খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন। ছবি: ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০১৯

ঞ. প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন

৮৩.ভারতের আধিপত্য বিস্তারের নানা তৎপরতার পাশাপশি গত তিনমাসেও তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ, হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত ছিল।

৮৪.জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে ৭ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে ২ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১ জন গুলিতে ও ১ জন নির্যাতনে আহত হয়েছেন। এছাড়াও ১ জন বাংলাদেশিকে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক হত্যার একটিরও বিচার হয়নি।[১০২]

৮৫.গত ১৮ জানুয়ারি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার মুংলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) এর দুই জন সদস্য সশস্ত্র অবস্থায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই সময় গ্রামবাসী তাদের ঘিরে ধরলে তারা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যায়।[১০৩]

৮৬.গত ২৪ জানুয়ারি ভোর রাতে জামাল উদ্দিন (৪৫) সহ কয়েকজন গরু আনার জন্য রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ীর সাহেবনগর সীমান্তের ১ নম্বর পিলার সংলগ্ন এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। এই সময়

[১০২] *অধিকার* বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf
[১০৩] যুগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/135040/

ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার ৩৫ বিএসএফ'র চর আষাড়িয়াদহ ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে ঘটনাস্থলেই জামাল মারা যান।[১০৪]

৮৭.গত ২ ফেব্রুয়ারি আসাদুল ইসলাম (২৯) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে গরু নিয়ে ফেরার সময় ভারতের নিউ কুচলিবাড়ির বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে তাঁর লাশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়।[১০৫]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৮৮.গত ৪ জানুয়ারি ২০১৯ মিয়ানমারের বুথিডংয়ে চারটি সীমান্ত চৌকিতে বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির হামলার জেরে রাখাইনে অবশিষ্ট রোহিঙ্গারা পুনরায় মিয়ানমার সেনাবাহিনীর আক্রমণের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১০৬]

৮৯.এদিকে ভারত থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়ন শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারত থেকে কমপক্ষে ১ হাজার ৩০০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন।[১০৭] এঁরা অতীতে বিভিন্ন সময়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত এখন তাঁদের সেখান থেকে বাংলাদেশে চলে আসতে কার্যত বাধ্য করছে। অথচ বাংলাদেশ সরকার এর কোনো প্রতিবাদ করছে না বা এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি) এই রোহিঙ্গাদের আটক করে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।[১০৮]

৯০.মিয়ানমারের মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের স্পেশাল রেপোর্টিয়ার ইয়াংহি লি গত ২৪ জানুয়ারি ভাসানচর পরিদর্শন করে বলেন, ভাসানচরে সাইক্লোন হলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটা না দেখে এবং দ্বীপটির সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত যাচাই না করে কোন ভাবেই তাড়াহুড়ো করে রোহিঙ্গাদের সেখানে পাঠানো উচিত হবে না।[১০৯] কিন্তু রয়টার্সের প্রকাশিত নথিতে দেখা গেছে, জাতিসংঘ হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভাসানচরে স্থানান্তরিত করতে সরকারকে সহায়তা করার পরিকল্পনা করছে।[১১০] *অধিকার* মনে করে যে, রোহিঙ্গাদের ভাসানচরের মত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় স্থানান্তরিত করা হলে একদিকে যেমন তাঁদের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অন্যদিকে তাঁদের দ্রুত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

---

[১০৪] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১০৫] যুগান্তর, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/140518/

[১০৬] নয়াদিগন্ত, ৯ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/379202

[১০৭] প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1575017

[১০৮] প্রথম আলো, ১৮ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.prothomalo.com/opinion/article/1575039

[১০৯] বিবিসি, ২৫ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.bbc.com/bengali/news-47003349

[১১০] দি ডেইলি স্টার, ২৪ মার্চ ২০১৯; https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/news/un-draws-plans-facilitate-rohingya-relocation-island-1719652

৯১. কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে বসবাসরত শরণার্থীদের বৈধ জীবিকার সুযোগ না থাকায় কর্মক্ষম পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষের ত্রাণনির্ভর অলস জীবন তাঁদেরকে নানাবিধ অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে পারে। ইউএনএইচসিআর- এর হিসাব অনুযায়ী, উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীর মধ্যে ৪২ শতাংশ পূর্ণ বয়স্ক।[১১১] এমনিতেই রোহিঙ্গাদের অধিকাংশই বিভিন্ন ধরণের মানসিক ট্রমার মধ্যে রয়েছেন, তার ওপর যদি তাঁরা কর্মহীন অবস্থায় থাকেন তাহলে এই অলস ও হতাশাগ্রস্ত জীবন তাঁদেরকে মানসিকভাবে আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবে।

ট. মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৯২. ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর যে সরকারি নিপীড়ন শুরু হয় তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে *অধিকার* এর ওপর নানা ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটে।[১১২] ২০১৪ সালে *অধিকার* তার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদনপত্র জমা দিলেও এখন পর্যন্তও নিবন্ধনের নবায়ন হয়নি। এছাড়া মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো পাঁচ বছর ধরে *অধিকার* এর সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখেছে। সরকারি নিপীড়নের অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকার* এর একাউন্টগুলো স্থগিত করে রেখেছে। অধিকার এর ওপরে গোয়েন্দা নজরদারী এবং সরকারী চাপ বরাবরের মতোই বহাল রয়েছে।

[১১১] https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees

[১১২] এই সময়ে অধিকারের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি এবং জিজ্ঞাসাবাদ বেড়ে যায়। এছাড়া সরকারপন্থী মিডিয়াগুলোতে অধিকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত ৬ নভেম্বর ২০১৮ নির্বাচন কমিশন কোন নোটিশ ছাড়াই নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে *অধিকার* এর নিবন্ধন বাতিল করে।

সুপারিশ

১. সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের কমিশন থেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. সরকারকে মাদক বিরোধী অভিযানের নামেসহ যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৩. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৪. গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৫. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৬. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধে সকল রাজনৈতিক দলকে উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়নের জন্য বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

৭. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৯. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্মাণ ও জাহাজভাঙ্গা শিল্পসহ অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের কাজের সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১০. অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে হবে এবং মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে হবে। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে শ্রমিকদের সুরক্ষা ও বিচার পাওয়ার বিষয়টি মনিটর করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. নারী ও শিশুদের প্রতি সংহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুর্বৃত্ত যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করতে এবং ভারত বাংলাদেশের অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৩. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

১৪. অধিকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।